بسم الله الرحمن الرحيم

সীরাহ

শেষ খণ্ড

রেইনড্রপস

প্রকাশিত

সীরাহ

শেষ খণ্ড

সম্পাদক ▪ জিম তানভীর

প্রথম প্রকাশ ▪ জুমাদা আল আউয়াল ১৪৩৯ হিজরি,
ফেব্রুয়ারি ২০১৮ ঈসায়ী

দ্বিতীয় প্রকাশ ▪ মুহররম ১৪৪০ হিজরি
অক্টোবর ২০১৮ ঈসায়ী

সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য ▪ ৩৬০ টাকা

www.raindropsmedia.org
www.facebook.com/raindropsmedia
rdmedia2014@gmail.com

শারঈ সম্পাদনা: শাইখ মুনীরুল ইসলাম ইবন জাকির

ISBN: 978-984-34-4160-7

ভূমিকা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

স্কুলজীবনে যে বিষয়গুলো একেবারেই উপভোগ করিনি, সেগুলোর মধ্যে আছে বাংলা এবং ইসলাম শিক্ষা। কখনই এই সাবজেক্টগুলোতে আগ্রহ পাইনি। পড়তে হবে, তাই পড়তাম। না তেমন কিছু শিখেছি, না উপভোগ করেছি। গল্পের বই পড়তে অবশ্য ভালোই লাগতো। আর ইসলাম শিক্ষা বই পড়ে যতো না ইসলাম শিখেছি, তার থেকে বেশি শিখেছি পরিবার আর চারপাশের কালচার থেকে। অবশ্য শিখেছি না বলে 'জেনেছি' বলাই ভালো, কারণ সিরিয়াসলি ইসলাম পালন করা শুরু করেছি অনেক পরে।

ইসলাম মানুষকে বদলে দেয়। এই পরিবর্তনটা অন্যরকম, বিশ্বাসে-আদর্শে, কাজে-কর্মে, আচার-আচরণে, অনুভূতি আর মানসিকতায়। পুরো পৃথিবীটা অন্যরকম লাগে। যে ছেলেটা হুমায়ুন আহমেদের সাহিত্য পড়তো, ইসলাম গ্রহণের পর সে দেখবে অর্থহীনতাকে হেয়াঁলিপনার আবরণ দিয়ে প্রকাশ করা ছাড়া এই লোকটা আসলে কিছুই করেনি। যে মেয়েটা জাফর ইকবালের ফ্যান ছিল, সে আবিষ্কার করবে লোকটা কতো সূক্ষ্মভাবে ইসলাম আর মুসলিমদের ব্যাপারে অন্তরে বিদ্বেষ আর বিরক্তির আবরণ তৈরি করে যত্নের সাথে। কিংবা কেউ যদি পশ্চিমবঙ্গের লেখকদের লেখাগুলো পড়ে, তার কাছে মনে হবে কথাগুলো সুন্দর, কিন্তু মিথ্যা।

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন, কিছু কথা হচ্ছে জাদুর মতো। কথাটার মানে কী? কথাটার একটা মানে হল, কিছু মানুষ খুব সুন্দর করে, গুছিয়ে, মন্ত্রমুগ্ধ করার মতো মিথ্যে বলে। এতোটাই সুন্দর, গোছানো আর মায়াকাড়া -- যে মিথ্যাকে আর মিথ্যা মনে হয় না, সত্য বলে পাঠক বা শ্রোতা বিশ্বাস করতে থাকে।

বাংলা সাহিত্য বলে সেকুলাররা যে ধারার প্রচলন করেছে, সেই ধারাটাকে আমার একটা জাদুর মতো মনে হয়। সুন্দর, কিন্তু মিথ্যা। আকর্ষণীয়, কিন্তু ফাঁপা। চকচকে, কিন্তু অন্তঃসারশূণ্য। পড়ে একটা 'ফিল গুড' হয়, কিছু শব্দ আর লেখার ধরণও শেখা যায় বটে, কিন্তু এই সাহিত্য আমাদের কোথায় নিয়ে যাচ্ছে?

অন্ধকারে, অর্থহীনতা, পথভ্রষ্টতায়।

বাংলাদেশ কোথায় যাচ্ছে? সবাই সমস্বরে একটাই উত্তর দেয়, রসাতলে! জাতি হিসেবে আমরা এ বিষয়ে একমত। ক্ষমতার আসনে বসে থাকা লোকটি এ কথা স্বীকার

না করলেও, সে আরো বেশি করে জানে। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে এই অবনমন চলছে তো চলছেই। বাংলাদেশ ঠিক কবে ভালো ছিল -- এ কথা কেউ মনে করতে পারে না। কেন এমন হল? অনেক কারণ আছে, সেসব নিয়ে বিশ্লেষণ করতে বসি নি। তবে এর পেছনে একটা কারণ আছে, সেটা হলো প্রচলিত সাহিত্যের ধারা আমাদের কিছুই দিতে পারে নি। যা কিছু দিয়েছে তার পুরোটাই গারবেজ -- দেশপ্রেমের নামে উন্মাদনা, ভালোবাসার নামে নোংরামি আর মানবতার নামে ফাঁকাবুলি।

বই একটা জাতিকে বদলে দিতে না পারলেও বদলে দেবার একটা হাতিয়ার বটে। সেকুলার লাইন থেকে ইসলাম গ্রহণ করার পর বই পড়ার অভ্যাস থাকা মানুষরা একটা শূণ্যতা অনুভব করে। কারণ সেকুলার সাহিত্য পড়তে ভালো লাগে না, আর ইসলামী বইগুলোর বেশিরভাগের মান ভালো না, নিরস। এই অভিজ্ঞতা অনেকেরই।

আমার নিজেরও। ইসলাম সম্পর্কে যা কিছু জেনেছি তার সিংহভাগ ইংরেজি বই বা লেকচার থেকে। বাংলা ভাষাভাষীদের মেজরিটি মুসলিম হওয়া সত্তেও সেকুলারদের একচ্ছত্র রাজত্ব দুঃখজনক। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন অসাধারণ বক্তা। তাঁর একটি কথায় মানুষ মুসলিম হয়েছে, এক বৈঠকে মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেছে। মরুভূমি থেকে উঠে আসা ধুলোমলিন বেদুইন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা মুহূর্তের মাঝে বুঝে ফেলতো বিন্দুমাত্র অসুবিধা ছাড়াই। আর আমরা মানুষকে ইসলামের দিকে ডাকছি দুর্বোধ্য ভাষায়, যেখানে যত্নের ছাপ নেই, সৌন্দর্যের ছটা নেই। এটা কীভাবে মেনে নেওয়া যায়?

এই মেনে-নিতে-না-পারা থেকেই রেইনড্রপসের জন্ম। যে বাংলা আর ইসলামশিক্ষাকে উপভোগ করতাম না, সে দুটোর মাঝে ইসলাম হয়ে গেলো আমাদের সবচেয়ে প্রিয়, আর বাংলা হলো সেই প্রিয়কে ছড়িয়ে দেওয়ার হাতিয়ার! ঠিক করলাম, আলিমরা যে কথাগুলো বলেছেন, সেগুলোই বলবো, কিন্তু, গুছিয়ে বলবো, সুন্দর করে বলবো -- যেন মানুষ বুঝতে পারে, ভালোবাসতে পারে। ইসলামের সাথে সাধারণ মানুষের মাঝে ভাষার কাঠিন্য আর অস্পষ্টতার যে দেওয়াল তৈরি হয়েছে -- সেটাকে পুরোপুরি ভাঙতে না পারি, কয়েকটা ইট হলেও খুলে নেওয়া চাই।

আলহামদুলিল্লাহ, এই লেখাটি যখন লিখছি, তখন আরো অনেকে এগিয়ে এসেছেন। আশা করা যায়, একটা শক্তিশালী সত্য ন্যারেটিভ তৈরি হবে মিথ্যুকদের বিরুদ্ধে। মিথ্যার দেওয়াল টোকা দিলেই ভেঙে যায়। দীর্ঘদিন ধরে ইসলামের আলো থেকে আমাদের বঞ্চিত রাখা হয়েছে শব্দের জারিজুরি দিয়ে। ইনশা আল্লাহ এভাবে আর বেশিদিন নয়।

সীরাতের দ্বিতীয় খণ্ডই শেষ খণ্ড। এই সীরাতের কাজ করতে গিয়ে বারবার মনে হয়েছে -- আরো কতো কথাই তো বলার ছিল! আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনটাই এমন। যতো জানবো, ততো ভালোবাসবো, আর যতো ভালোবাসবো, ততো বেশি জানতে ইচ্ছা করবে! কিন্তু বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা তো আছেই।

দ্বিতীয় খণ্ড বের করতে অনেক দেরি হয়েছে কাঙ্ক্ষিত সময় থেকে। এ জন্য আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত।

সকল প্রশংসা আল্লাহর যিনি তাঁর নগণ্য কিছু বান্দাকে তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূলের জীবনকথাকে তুলে ধরার তৌফিক্ব দিয়েছেন। যারা যারা এই বইয়ের সাথে জড়িত, আল্লাহ যেন তাদের প্রত্যেককে কবুল করে নেন। এই বইয়ে যা কিছু ভুল তা আমাদের পক্ষ থেকে, আর কিছু সঠিক তা আল্লাহর পক্ষ থেকে।

সালাম বর্ষিত হোক রাসূলুল্লাহ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর, তাঁর পরিবার এবং সাহাবীদের ওপর।

জিম তানভীর
২৯ জুমাদা আল আওয়াল, ১৪৩৯।

সূচিপত্র

মদীনায় নতুন শত্রু

বদর যুদ্ধের পর মুনাফিক্বদের সাথে আরও একটি দল মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। তারা হলো ইহুদি। মদীনার নবগঠিত ইসলামী রাষ্ট্রের জন্য ইহুদিরা একটা স্বতন্ত্র প্রতিপক্ষ ছিল।

ইহুদিদের সাথে মুসলিমদের এই বিরোধ জাতিগত বিদ্বেষঘটিত কিছু নয়। এই বিরোধ 'আরব বনাম ইহুদি' বিরোধও নয়, বরং এই বিরোধ বিশ্বাসের বিরোধ, এই বিরোধ আদর্শিক দ্বন্দ্ব থেকে উৎসারিত বিরোধ। মুসলিম উম্মাহর একটা বড় অংশ শুরুতে জাতিগতভাবে ইহুদিই ছিল। মুসলিমরা একটি বিশ্বাসভিত্তিক জাতি। আরব, বাঙালি, ভারতীয়, আফ্রিকান বা ইউরোপিয়ান, জাতিপরিচয় (Ethnicity) যা-ই হোক -- যে কেউই মুসলিম হতে পারে, শুধু তাদের ঈমানের কালিমায় বিশ্বাস এবং সে অনুসারে আমল করতে হবে। কিন্তু ইহুদিদের ক্ষেত্রে তেমন নয়। ইহুদি ধর্মের (Judaism) অনুসারী হতে হলে ইহুদি জাতিরও সদস্য অর্থাৎ জাতিগতভাবেও ইহুদি (Ethnically Jewish) হতে হবে। আগে এমনটা ছিল না। একটা সময় ইহুদিধর্মও ছিল একটি বিশ্বাসভিত্তিক ধর্ম। ইহুদি জাতি না হয়েও একজন মানুষ ইহুদিধর্ম গ্রহণ করতে পারতো। কিন্তু এখন সেরকম নেই। এখন তারা তাদের ধর্মকে নিজস্ব জাতিসত্তার মধ্যে সীমাবদ্ধ করে ফেলেছে। তাই কেউ চাইলেই ইহুদি ধর্ম গ্রহণ করতে পারে না, বরং তাকে জন্মগতভাবে ইহুদি জাতির হতে হবে।

ইহুদিদের সাথে মুসলিমদের সম্পর্ক কেমন হবে তা কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। জাতিগত শ্রেষ্ঠত্বে (Ethnic superioirity) মুসলিমরা বিশ্বাস করে না। বংশ, গোত্র, জাতিপরিচয় বা রক্তের কারণে কারো ওপর মিছে শ্রেষ্ঠত্বের বড়াই করা মুসলিমদের জন্য শোভনীয় নয়, কেননা আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, একজন মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব হলো তাক্বওয়ায়। নিছক বিরুদ্ধাচারিতা করাও উদ্দেশ্য নয়। তবে কোনো ঐতিহাসিক বাস্তবতা নিয়ে কথা বলার সময় যা সত্য তা-ই ব্যক্ত করা জরুরি; তা প্রচলিত রাজনৈতিক আদর্শ বা ভাবধারার (Political Correctness) সাথে সংগতিপূর্ণ হোক বা না হোক। প্রচলিত রাজনৈতিক বিশ্বাস ও ব্যবস্থার সাথে নিজেদের খাপ খাওয়াতে গিয়ে কুরআন ও সুন্নাহকে প্রত্যাখ্যান বা পরিবর্তন করা যাবে না

মদীনার সনদ ছিল মদীনার মুসলিম, অমুসলিম এবং ইহুদিদের মধ্যকার সম্পর্ক নির্ধারণকারী একটি সাংবিধানিক দলিল বা আইনি চুক্তিপত্র। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইহুদিদেরকে মদীনার নাগরিক হিসেবেই গণ্য করতেন আর শুরু থেকে সেভাবেই তাদের সাথে আচরণ করে আসছিলেন। তাদের বিরুদ্ধে তাঁর কোনো গোপন এজেন্ডা ছিল না। তাদের ব্যাপারে কোনো খারাপ ধারণা বা ঘৃণাও পোষণ করতেন না। সত্যি বলতে, আহলে কিতাব হিসেবে মুশরিকদের চাইতে তাদেরকে বরং মুসলিমদের আপন

ভাবা হতো। অথচ তারাই প্রথমে ইসলামী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। রাসূলুল্লাহর সাথে করা চুক্তি ভঙ্গ করে।

মদীনায় রাসূলুল্লাহ ﷺ পা ফেলার প্রথম দিন থেকেই ইহুদিরা মনঃক্ষুণ্ণ ছিল। পুরো ব্যাপারটি তারা সহজভাবে মানতে পারেনি। মদীনার দুই শীর্ষস্থানীয় ইহুদি নেতা-- হুয়াই ইবন আখতাব আর আবু ইয়াসির ইবন আখতাবের কথোপকথনে তাদের এ বিদ্বেষ সম্পর্কে আঁচ করা যায়। এ দু'জন ব্যক্তি ছিল যথাক্রমে রাসূলুল্লাহর স্ত্রী সাফিয়ার ﷺ বাবা ও চাচা। তাঁর মুখেই ঘটনাটি শোনা যাক।

'আমি ছিলাম আমার বাবা ও চাচার সবচেয়ে আদরের, তাঁদের মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু। যখন আল্লাহর রাসূল ﷺ বনু আমর ইবন আউফদের গ্রাম কুবায় এলেন, আমার বাবা ও চাচা সকাল সকালই তাঁর কাছে চলে গেলেন। ফিরে এলেন সেই সূর্যাস্তের সময়। ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত। প্রচণ্ড ক্লান্তিতে ঠিকমতো হাঁটতেও পারছিলেন না। কোনোরকমে টলতে টলতে বাড়িতে ফিরলেন। সবসময়ের মতো সেদিনও আমি তাঁদের সাথে দেখা করতে ছুটে গেলাম। কিন্তু ওয়াল্লাহি! কেউ আমার দিকে ফিরেও তাকালেন না! শুনতে পেলাম চাচা আমার বাবাকে জিজ্ঞেস করছেন,

- আচ্ছা, এই কি সেই রাসূল? (যার কথা আমাদের কিতাবে উল্লেখিত আছে?)
- আল্লাহর কসম করে বলছি, তিনিই সেই।
- আপনি কীভাবে এত নিশ্চিত হচ্ছেন? তাঁর বর্ণনা ও চরিত্র দেখে?
- হ্যাঁ, সেসব দেখেই তো বলছি।
- তাহলে, আপনি তাঁর সাথে কেমন সম্পর্ক বজায় রাখতে চান?
- আল্লাহর কসম, যতদিন বেঁচে থাকবো, তাঁর শত্রু হয়ে থাকবো।'

সাফিয়ার (ﷺ) বাবা হুয়াই ইবন আখতাব ঠিকই বুঝতে পেরেছিল যে, মুহাম্মাদই ﷺ হচ্ছেন আল্লাহর প্রেরিত রাসূল। কিন্তু জেনেশুনেও তাঁর অনুসারী না হয়ে সে শত্রুতার পথ বেছে নেয়। এর কারণ ছিল আরবদের প্রতি ইহুদিদের প্রচণ্ড হিংসা আর তীব্র বিদ্বেষ। তাদের আশা ছিল, শেষ রাসূল হবেন ইহুদি জাতির মধ্য থেকে। আরবদের মধ্য থেকে শেষ রাসূল এসেছেন, এটা তারা মেনে নিতে পারেনি। এ ঘটনাই তাদের মধ্যে হিংসার জন্ম দেয়। আর এই হিংসা থেকে জন্ম নেয় কুফরি। এমন ভয়ঙ্কর সে কুফরি যে, তারা খোদ রাসূলুল্লাহর ﷺ রিসালাতকেই অস্বীকার করে বসে। এটাই হলো নিকৃষ্ট পর্যায়ের কুফরি; সত্য জেনেও তা অস্বীকার করা। কিছু মানুষ মনে করে ইসলাম সত্য নয়। তাদের কাছে এটা একটা বানোয়াট ধর্ম। তাই তারা ইসলামে বিশ্বাস করে না। কিন্তু কিছু মানুষ আছে যারা খুব ভালো করেই জানে ইসলাম হচ্ছে সত্য দ্বীন। তা সত্ত্বেও তারা এই দ্বীনকে প্রত্যাখ্যান করে। হুয়াই ইবন আখতাব ছিল তেমনই এক কাফির।

ইহুদিদের ষড়যন্ত্রমূলক কার্যক্রম

মুসলিমদের মধ্যে বিভেদ তৈরির চেষ্টা

ইবনে ইসহাক বলেন, শাস ইবন ক্বাইস নামের এক বুড়ো ইহুদি ছিল। সে ছিল এক ইসলামবিদ্বেষী। তার অন্তর জুড়ে ছিল কুফরি। মুসলিমদের সে খুব বেশি ঘৃণা করতো। ইসলাম গ্রহণের আগে আওস ও খাযরাজ গোত্র পরস্পরকে ঘৃণা করতো। সে দেখলো রাসূলুল্লাহর আবির্ভাবের পর গোত্র দুটি বন্ধু হয়ে গেছে। তারা মিলেমিশে আছে; একসাথে এক মজলিসে বসে কথা বলছে। এই দৃশ্য তার সহ্য হলো না। সে বলে উঠলো,

‘এই জমিনে আজ আওস আর খাযরাজ এক হয়েছে। আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি, যতদিন তারা ঐক্যবদ্ধ থাকবে, ততদিন এই দেশে আমাদের কোনো জায়গা নেই। আমরা ইহুদিরা এই মদীনায় ততদিনই টিকে থাকবো, যতদিন আরবরা বিভক্ত থাকবে। আর যতদিন তারা ঐক্যবদ্ধ থাকবে, ততদিন আমাদের বিপদ!’

সে আওস খাযরাজের জমায়েতে বসে থাকা এক ইহুদি যুবককে ডেকে বললো, ‘আওস-খাযরাজের কাছে যাও! স্মরণ করিয়ে দাও তাদের অতীত জীবনের হানাহানি, বু’আস আর অন্য সব যুদ্ধের কাহিনী! অতীতের চেতনা আর উসকানিমূলক কবিতাগুলো আবৃত্তি করে করে ক্ষেপিয়ে তোলো!’

কবিতা ছিল সেই যুগের মিডিয়া। সেই তরুণ সাফল্যের সাথেই কাজটি করলো। সে দুই দলের জাহিলিয়াতি যুগের ঘটনাগুলো নিয়ে কথা বলা আরম্ভ করে। ধীরে ধীরে অসন্তোষ দানা বাঁধতে থাকে। তরুণও কবিতা আবৃত্তি চালিয়ে যেতে থাকে। পরিবেশ ক্রমেই আরও উত্তপ্ত হয়। এক সময় দুই দলের মাঝে ঝগড়া বেঁধে যায়। সবাই বসা থেকে দাঁড়িয়ে পড়ে, একে অপরকে যুদ্ধের দিকে আহ্বান করতে থাকে। এমনকি যুদ্ধ করার স্থানও ঠিক করে ফেলে! যুদ্ধের দামামা বেজে ওঠে। কিছু অপ্রীতিকর শব্দ, কিছু জাহিলিয়াতি চেতনার বাণী--ব্যস এটুকুই। শান্তিময় পরিবেশকে নষ্ট করে অশান্ত আর অস্থিতিশীল করে তোলার জন্য এটুকুই যথেষ্ট ছিল। মুসলিমদের তাই শব্দচয়নের ব্যাপারে সতর্ক হওয়া উচিত। কেননা, শয়তান অসতর্ক কথাকে কেন্দ্র করে বিভেদ তৈরি করে।

> **“(হে নবী) আমার বান্দাদের বলে দিন, তারা যেন (কথা বলার সময়) এমন সব কথা বলে যা উত্তম; (কেননা) শয়তান (খারাপ কথা দ্বারা) তাদের মাঝে বিভেদ সৃষ্টির উসকানি দেয়; আর শয়তান তো মানুষের প্রকাশ্য দুশমন।” (সূরা ইসরা, ১৭: ৫৩)**

আওস ও খাযরাজের মধ্যে যুদ্ধের কথা রাসূলুল্লাহর ﷺ কানে পৌঁছলে তিনি ছুটে

এলেন। মুসলিমদের উদ্দেশ্যে বলে উঠলেন,

> *‘তোমরা আল্লাহকে ভয় করো! তোমরা কি আবার সেই জাহিলিয়াতের জীবনের ফেলে আসা শত্রুতাকে ফিরিয়ে আনতে চাও? অথচ আমি এখন তোমাদের মাঝে আছি! আল্লাহ তোমাদেরকে ঈমান আর ইসলামের দিকে হিদায়াত করেছেন। তোমরা কি ভুলে গেছ আল্লাহর সেই অনুগ্রহের কথা যে অনুগ্রহের কারণে আজ তোমরা জাহিলিয়াত ও কুফরি থেকে মুক্তি পেয়েছ? যে অনুগ্রহ তোমাদের অন্তরে শত্রুতার পরিবর্তে ভালোবাসা ও বন্ধুত্বের বীজ বপন করেছে?’*

রাসূলুল্লাহর ﷺ এই কথা শুনে তারা যেন সংবিৎ ফিরে পেল। সবকিছু ভুলে একে অপরের সাথে কোলাকুলি করা আরম্ভ করল। একে অপরের কাছে ক্ষমা চাইতে লাগলো। অথচ কিছুক্ষণ আগেও তারা যুদ্ধে লড়তে প্রস্তুতি নিচ্ছিল।

> **“(হে নবী!) আপনি বলুন, হে আহলে কিতাবরা, তোমরা কেন (জেনে বুঝে) আল্লাহর আয়াত অস্বীকার করো, অথচ তোমরা যা কিছু করো, আল্লাহ তাআলাই তার ওপর সাক্ষী। আপনি (আরও) বলুন, হে আহলে কিতাবরা, যারা ঈমান এনেছে তোমরা কেন তাদের আল্লাহর পথ থেকে ফেরাতে চেষ্টা করছো? (এভাবেই) তোমরা (আল্লাহর) পথকে বাঁকা করতে চাও অথচ (এই লোকদের সত্যপন্থী হবার ব্যাপারে) তোমরাই তো সাক্ষী; আল্লাহ তাআলা তোমাদের এই সব (বিদ্রোহমূলক) আচরণ সম্পর্কে মোটেই বেখবর নন। তোমরা যারা ঈমান এনেছো, তোমরা যদি (আগে) যাদের কিতাব দেওয়া হয়েছে তাদের কোনো একটি দলের কথা মেনে চলো, তাহলে (মনে রেখো), ঈমান আনার পরও এরা তোমাদের কাফির বানিয়ে দেবে।” (সূরা আলে-ইমরান, ৩: ৯৮-১০০)**

আল্লাহ মুসলিমদের সতর্ক করে বলছেন, আহলে কিতাবদের অর্থাৎ ইহুদি ও খ্রিস্টানদের অনুসরণ করার ফলাফল খুবই ভয়াবহ। এর পরিণতি কুফর। ইহুদিরা খুব ভালো করেই জানতো মুহাম্মাদ ﷺ হচ্ছেন সত্য নবী। তাদের কিতাবেই রাসূলুল্লাহর ﷺ আগমনের কথা লেখা আছে। কিন্তু তবু তারা মুসলিমদের হিংসা করে। কারণ, আল্লাহ ইহুদিদের কাছে রাসূলুল্লাহকে প্রেরণ না করে আরবদের কাছে প্রেরণ করেছেন। এটা তারা মানতে পারে না। তাই তারা চায় মুসলিমরা কুফরি করুক। তাদেরকে অনুসরণ করলে একটাই গন্তব্য, কুফরি। পেছনে ফেরার আর কোনো পথ নেই।

> **“আর তোমরা কীভাবে কুফরি করো, যখন তোমাদের সামনে (বার বার) আল্লাহর আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করা হচ্ছে, তা ছাড়া (এ আয়াতে বাহক স্বয়ং) আল্লাহর রাসূল যখন তোমাদের মাঝেই মজুদ রয়েছেন, যে ব্যক্তিই আল্লাহ (ও তাঁর বিধান)-কে শক্ত করে আঁকড়ে ধরবে, সে অবশ্যই সোজা**

পথে পরিচালিত হবে। হে মানুষ, তোমরা যারা ঈমান এনেছো, আল্লাহকে ভয় করো, ঠিক যতটুকু ভয় তাঁকে করা উচিত, (আল্লাহর কাছে সম্পূর্ণ) আত্মসমর্পণকারী না হয়ে তোমরা কখনো মৃত্যু বরণ কোরো না।

তোমরা সবাই মিলে আল্লাহর রশিকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরো এবং কখনো পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না, তোমরা তোমাদের ওপর আল্লাহর (সেই) নিআমতের কথা স্মরণ করো, যখন তোমরা একে অপরের দুশমন ছিলে, অতঃপর আল্লাহ তাআলা (তাঁর দ্বীনের বন্ধন দিয়ে) তোমাদের একের জন্যে অপরের মনে ভালোবাসার সঞ্চার করে দিলেন, অতঃপর (যুগ-যুগান্তরের শত্রুতা ভুলে) তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহে একে অপরের 'ভাই' হয়ে গেলে, অথচ তোমরা ছিলে (হানাহানির) অগ্নিকুণ্ডের প্রান্তসীমায়, অতঃপর সেখান থেকে আল্লাহ তাআলা (তাঁর রহমত দিয়ে) তোমাদের উদ্ধার করলেন; আল্লাহ তাআলা এভাবেই তাঁর নিদর্শনসমূহ তোমাদের কাছে স্পষ্ট করে বর্ণনা করেন, যাতে করে তোমরা সঠিক পথের সন্ধান পেতে পারো।

তোমাদের মধ্য থেকে এমন একটি দল থাকা উচিত, যারা (মানুষদের কল্যাণের দিকে ডাকবে, সত্য ও) ন্যায়ের আদেশ দেবে, আর (অসত্য ও) অন্যায় কাজ থেকে (তাদের) বিরত রাখবে; (সত্যিকার অর্থে) এরাই হচ্ছে সাফল্যমণ্ডিত। তোমরা (কখনো) তাদের মতো হয়ে যেও না, যাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট নিদর্শন আসার পরও তারা বিভিন্ন দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে এবং (নিজেদের মধ্যে) নানা ধরনের মতানৈক্য সৃষ্টি করেছে; এরাই হচ্ছে সে সব মানুষ যাদের জন্যে কঠোর শাস্তি রয়েছে।" (সূরা আলে-ইমরান, ৩: ১০১-১০৫)

দ্বীন ইসলাম নিয়ে বিদ্রূপ ও ঠাট্টা-তামাশা

আল্লাহ তাআলা কুরআনে ইহুদিদের আরও একটি অপকর্ম উন্মোচন করেন। সেটা হলো ধর্ম নিয়ে ঠাট্টা করা (Blashphemy)। তারা রাসূলুল্লাহকে নিয়ে, মুসলিমদের নিয়ে এবং ইসলাম ও আল্লাহ আযযা ওয়া জালের সম্পর্কে আজেবাজে কথা বলতো। এমন একটি ঘটনা ঘটে আবু বকর ও এক ইহুদি পণ্ডিত ফিনহাসের মাঝে। তাদের কথোপকথনের পর একটি আয়াত নাযিল হয়। ঘটনাটি ছিল এমন, আবু বকর সিদ্দীক ﷺ তাকে ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছিলেন। তখন ফিনহাস টিটকিরি মেরে বললো, 'শোনো, তোমার রব তো গরিব। আমরা হলাম ধনী। যদি তোমাদের রব ধনীই হয়ে থাকে, তাহলে তিনি তোমাদেরকে দান-খয়রাত করতে বলেন কেন? এটাই প্রমাণ করে যে, তিনি অভাবী আর আমরা ধনী, আমাদেরকেই তাঁর প্রয়োজন।'

এই কথা শুনে আবু বকরের ﷺ মেজাজ প্রচণ্ড খারাপ হলো। তিনি ফিনহাসের মুখে ঘুষি মেরে বসলেন। ফিনহাসও কম যায় না। সে দৌড়ে গিয়ে রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছে

আবু বকরের ﷺ নামে নালিশ করে দিলো। রাসূলুল্লাহ আবু বকরের ﷺ কাছে এই বিষয়ে কৈফিয়ত চাইলেন। আবু বকর ﷺ রাসূলুল্লাহকে সব খুলে বললেন। ফিনহাস কী কটূক্তি করেছে তাও জানালেন। কিন্তু ফিনহাস একবাক্যে কটূক্তি করার কথা অস্বীকার করলো! তখন আল্লাহ আযযা ওয়া জাল আয়াত নাযিল করলেন,

> **"আল্লাহ তাআলা সেই (ইহুদি) লোকদের কথা (ভালো করেই) শুনেছেন, যখন তারা (বিদ্রূপ করে) বলেছিল (হ্যাঁ), আল্লাহ তাআলা অবশ্যই গরীব, আর আমরা হচ্ছি ধনী; তারা যা কিছু বলে তা আমি (তাদের হিসেবের খাতায়) লিখে রাখবো, (আমি আরও লিখে রাখবো) অন্যায়ভাবে তাদের নবীদের হত্যা করার বিষয়টিও, (সেদিন) আমি তাদের বলবো, এবার এই জাহান্নামের স্বাদ উপভোগ করো। এ (আযাব) হচ্ছে তোমাদের নিজেদেরই হাতের কামাই, যা তোমরা (আগেই এখানে) পাঠিয়েছো, আল্লাহ তাআলা কখনো তাঁর নিজ বান্দাদের প্রতি অবিচারক নন। (সূরা আলে-ইমরান, ৩: ১৮১-১৮২)**

ইহুদিরা নিয়মিত মুসলিমদের সম্পর্কে আজেবাজে কথা বলতো, উপহাস করতো। আল্লাহ তাআলা এ সম্পর্কে বলেছেন,

> **"অবশ্যই তোমাদেরকে তোমাদের ধন-সম্পদ ও তোমাদের নিজ জীবন সম্পর্কে পরীক্ষা করা হবে। আর তোমাদের আগে যাদের কিতাব দেওয়া হয়েছে তাদের পক্ষ থেকে এবং মুশরিকদের পক্ষ থেকে অবশ্যই তোমরা অনেক কষ্টদায়ক কথা শুনবে। এ অবস্থায় যদি তোমরা ধৈর্য ধরো এবং তাক্বওয়া অবলম্বন করো তবে নিশ্চয়ই তা হবে দৃঢ় সংকল্পের কাজ।" (সূরা আলে-ইমরান, ৩: ১৮৬)**

ইহুদিদের কাছ থেকে এমন আচরণ পাওয়াই স্বাভাবিক। তারা মুসলিমদের সম্পর্কে নেতিবাচক কথাবার্তা বলবে, পত্র-পত্রিকায় ইসলাম নিয়ে কটূক্তি করবে, মিডিয়ায় মুসলিমদের নিয়ে মিথ্যার বেসাতি সাজাবে। কিন্তু আল্লাহ আমাদের বলছেন যদি মুসলিমরা ধৈর্যশীল আর তাক্বওয়াবান হয়, তাহলে তাদের এসব মিথ্যাচার ইসলাম ও মুসলিমদেরকে কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। কারণ সত্য টিকে থাকে আর মিথ্যা বিলুপ্ত হয়।

রাসূলুল্লাহর ﷺ সাথে বেয়াদবি

ইহুদিরা রাসূলুল্লাহকে ﷺ অসম্মান করে কথা বলতো। একবার তারা রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছে এসে ফাজলামি করে বললো, 'আসসামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ'। কথাটি শুনতে 'আসসালামু আলাইকা' এর মতোই লাগে, কিন্তু তারা আসলে সালাম এর লামকে বাদ দিয়ে সালামের বদলে বললো সাম। যার অর্থ দাঁড়ায়, 'তোমার মৃত্যু হোক'। আইশা ﷺ এ কথা শুনে খুবই ক্ষেপে গেলেন। 'আসসামু আলাইকুম, বানরের